OPEN ACCESS
IF 8.111

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 67
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 615 - 624
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - iii, Published on July issue 2026, Page No. 615 - 624
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

মহানবী (সা.)-এর কাব্যভাবনা : একটি পর্যালোচনা

ড. মোঃ আব্দুল আউয়াল
প্রভাষক, আরবী বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ
Email ID: abdulawal.arabic@ru.ac.bd

Received Date *15. 06. 2026*
Selection Date *15. 07. 2026*

Keyword
Prophet Muhammad (peace be upon him), poetic vision, Quranic style, Hadith, influence.

Abstract
This paper analyzes the nature, characteristics, and literary significance of the poetic vision of the Prophet Muhammad (peace be upon him). It examines the aesthetic value of his views on poetry and their influence on the poetic trends of his era. Although the Prophet (peace be upon him) was neither a poet nor a literary figure in the conventional sense, his language and discourse reflect distinctive poetic qualities characterized by brevity, depth of meaning, and eloquence. Using descriptive and analytical approaches, the study highlights the ethical framework of his poetic perspective. It emphasizes his encouragement to use poetry in support of truth, justice, and goodness, while warning against falsehood, obscenity, and immorality. The study also discusses his influence in promoting Islamic ideals through the poetry of the Companions. The findings show that his poetic vision established a moral and aesthetic standard in Islamic literary tradition, which remains relevant to contemporary literature and dawah-oriented writing.

Discussion

গবেষণার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা : বর্তমান গবেষণা প্রবন্ধটি 'মহানবী (সা.)-এর কাব্যভাবনা : একটি পর্যালোচনা' শীর্ষক বিষয়কে কেন্দ্র করে রচিত। এই গবেষণার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বিভিন্ন দিক থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়। আরবী সাহিত্য ও ইসলামী চিন্তাধারায় কবিতা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে থাকলেও মহানবী (সা.)-এর কাব্যভাবনা নিয়ে স্বতন্ত্র ও সুসংগঠিত গবেষণা তুলনামূলকভাবে অপ্রতুল। যদিও হাদিস, সীরাত ও সাহিত্যগ্রন্থে মহানবী (সা.)-এর কবিতাবিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গি বিচ্ছিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোর সমন্বিত ও পদ্ধতিগত বিশ্লেষণ খুবই সীমিত। পূর্ববর্তী গবেষণায় তাঁর কাব্যদৃষ্টির গভীরতা ও নান্দনিকতা অনেক ক্ষেত্রে যথাযথভাবে মূল্যায়িত হয়নি এবং কিছু ব্যাখ্যায় তাঁর অবস্থান ভুলভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। তাই বর্তমান গবেষণা সেই সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করে একটি ভারসাম্যপূর্ণ বিশ্লেষণ ও আধুনিক সাহিত্যচর্চার জন্য একটি তাত্ত্বিক ভিত্তি নির্মাণের প্রয়াস গ্রহণ করেছে।

ভূমিকা : আরব জাতির সাহিত্য-ঐতিহ্যে কবিতা ছিল সবচেয়ে শক্তিশালী এবং প্রভাবশালী শিল্পমাধ্যম। ইসলাম-পূর্ব যুগে আরবদের ইতিহাস, গৌরবগাঁথা, যুদ্ধ-বিগ্রহ, প্রেম, বীরত্ব এবং সামাজিক অবস্থার প্রতিফলন ঘটত কবিতার মাধ্যমে। কবিরা

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 67
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 615 - 624
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

ছিলেন জাতির প্রতিনিধি, আর তাদের কবিতা ছিল সমাজের মানসিকতা ও চেতনার প্রতিফলন বা দর্পণ। (Al-Zayyāt, 2006, p. 27) এমনই এক পরিপ্রেক্ষিতে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর আবির্ভাব আরব সমাজের শিল্প ও সংস্কৃতিক অঙ্গনে একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করে, বিশেষত তাদের সাহিত্য ও কাব্যচিন্তায়। মহানবী (সা.) কবিতার প্রতি একদিকে যেমন সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছেন, অন্যদিকে এর ইতিবাচক দিকগুলোকেও স্বীকৃতি দিয়েছেন। তিনি কবিতাকে অস্বীকার না করে বরং তা নৈতিকতা, সত্য ও মানবকল্যাণের মানদণ্ডে বিচার করেছেন। ফলে তাঁর কাব্য ভাবনা হয়ে উঠেছিল এক অনন্য ও ভারসাম্যপূর্ণ সাহিত্যদর্শন।

কবিতা সম্পর্কে মহানবী (সা.) এর মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি : রাসুল (সা.) নিজে কোন কবি ছিলেন না এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁকে কোন কবিতা শিক্ষাও দেননি। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> “আমরা তাঁকে (নবীকে) কবিতা শিক্ষা দিইনি, এবং এটি তাঁর জন্য উপযুক্তও নয়। এটি তো শুধু উপদেশ এবং স্পষ্ট কুরআন।” (Al-Qur'an, 36:69)

তদুপরি মহানবী (সা.)-এর কাব্যভাবনা ছিল বাস্তববাদী ও নৈতিকতাভিত্তিক। তিনি কবিতাকে প্রত্যাখ্যানও করেননি, আবার অন্ধভাবে গ্রহণও করেননি; বরং এটিকে ভালো-মন্দ উভয় উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত একটি শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে দেখেছেন। তাঁর মতে, কবিতা একধরনের কথামালা; কথার মধ্যে যা উত্তম ও সুন্দর, কবিতাতেও তা উত্তম ও সুন্দর, আর যা খারাপ ও ঘৃণিত, কবিতাতেও তা খারাপ ও ঘৃণিত। রাসূল (সা.) থেকে বর্ণিত একাধিক বর্ণনায় এ বিষয়টি আরও পরিষ্কার হয়। যেমন-

> “কবিতা তো কথার মতই। ভালো কথা যেমন সুন্দর, ভালো কবিতাও তেমনি সুন্দর এবং মন্দ কবিতা মন্দ কথার মতই মন্দ।” (Al-Khaṭīb al-Tabrīzī, n.d., Vol. 2, p. 411; Fahmī, 1324 AH, Vol. 1, p. 12)

ইবন রাশীক তাঁর উমদা গ্রন্থে রাসূল (সা.) থেকে এধরণের একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন—

> “কবিতা হল মানুষের রচিত কথা। এর মধ্যে যে অংশ সত্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, তা সুন্দর ও গ্রহণযোগ্য; আর যা সত্যের বিরোধী, তাতে কোনো কল্যাণ নেই।” (Ibn Rashīq al-Qayrawānī, n.d., Vol. 1, p. 9)

অপর এক হাদীসে এসছে—

> “রাসূলুল্লাহ (সা.) কে কবিতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন : এটি তো একটি কথা; এর ভালো অংশ ভালো, আর এর খারাপ অংশ খারাপ।’ Dā’irat al-Maʿārif al-Islāmiyyah, 1975, Vol. 15, p. 529)

এ ব্যাপারে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ হাদীস হল: ইবস আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা এক বেদুঈন রাসুল (সা.) এর কাছে এসে আলাপ করতে লাগল। তার আলাপে বিমোহিত হয়ে রাসূল (সা.) বললেন—

> “নিশ্চয়ই বর্ণনায় (বাকচাতুর্যে) একধরনের যাদুর মতো প্রভাব রয়েছে, এবং নিশ্চয়ই কবিতার মধ্যে প্রজ্ঞা (হিকমত) রয়েছে।” (al-Tirmidhī, n.d., Vol. 2, p. 107; Abū Dāwūd, n.d., p. 344)

অপর এক বর্ণনায় আছে যে, আমর ইবনুল আহতাম এর আলাপ যখন তাঁকে বিমোহিত করেছিল তখন উপরোক্ত উক্তি করার সাথে সাথে ছন্দোবদ্ধ ভাবেও তিনি বলেছিলেন—

> “আমি ভয় পাচ্ছি যে, তুমি যাদুকর হয়ে যাবে। কখনো বর্ণনাকারী হবে, আর কখনও কবি হবে।’ (Ibn ʿAbd Rabbih, 1953, Vol. 3, p. 390)

রাসূলুল্লাহ (সা.) জাহিলি যুগের শ্রেষ্ঠ কবি ইমরুল কায়েস ইবনু হুজর-এর অসাধারণ কাব্যপ্রতিভার কারণেই তাঁর প্রতিও সমবেদনা ও আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করে বলেন—

> “আমি যদি তাকে পেতাম, তাহলে তার উপকার করতাম। আমি যেন তার হলদে বর্ণ, তার বগলের শুভ্রতা ও তার পাতলা পা দেখতে পাচ্ছি— তার হাতে কবিদের পতাকা, আর সে তাদের নিয়ে আগুনের দিকে গড়িয়ে যাচ্ছে।” (Al-Nahrawānī, n.d., Vol. 1, Majlis 12, p. 84)

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 67
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 615 - 624
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

কুরআনের আলোচনাতেও আমরা দেখি যে, কবিদের সম্পর্কে সাধারণভাবে সমালোচনা করা হলেও, সৎ ও বিশ্বাসী কবিদের আলাদা করে প্রশংসা করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন—

> "তবে তারা ব্যতিক্রম, যারা বিশ্বাস স্থাপন ও সৎকর্ম করেছে, স্রষ্টাকে অধিক স্মরণ করেছে এবং তাদের উপর জুলুম হওয়ার পর তারা প্রতিশোধ (ন্যায়সঙ্গত ভাবে প্রতিরোধের অবস্থান) নিয়েছে। আর অচিরেই জালিমরা জানতে পারবে, তারা কোন পরিণতির দিকে প্রত্যাবর্তন করছে।" (Al-Qur'an, 26:227)

অর্থাৎ, মহান আল্লাহ কবিদের মধ্যে তাঁদেরই ব্যতিক্রম করেছেন, যারা সত্যবাদী, সৎকর্মশীল ও স্রষ্টার স্মরণে নিবেদিত। তারা তাওহীদ, আল্লাহর প্রশংসা, মহানবী (সা.)-এর সমর্থন, জ্ঞান, উপদেশ ও ন্যায়ের পক্ষে কবিতা রচনা করেছে এবং সত্যবিদ্বেষী কবিদের জবাব দিয়েছে। অপরদিকে পাপী ও জুলুমকারীদের জন্য আল্লাহ কঠিন পরিণতির সতর্কবার্তা দিয়েছেন। এতে স্পষ্ট হয়, ইসলামে কবিতার গ্রহণযোগ্যতা তার বিষয়বস্তু ও উদ্দেশ্যের ওপর নির্ভরশীল।

নবী (সা.)-এর কাব্য সমালোচনার নীতিমালা---

১. সত্যনিষ্ঠ, বাস্তবভিত্তিক এবং অতিরঞ্জন ও কল্পনামুক্ত উপস্থাপন : নবী (সা.) কবিতায় সত্যনিষ্ঠাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছেন। জাহেলি যুগে কবিতায় অতিরঞ্জন ও কল্পনার ব্যবহার খুব সাধারণ ছিল। কিন্তু তিনি এই প্রবণতাকে নিরুৎসাহিত করেছেন। যেমন এ প্রসঙ্গে তিনি সতর্কবাণী উচারণ করেছেন এভাবে—

> "কথা ও কাজে অতিশয় অবলম্বনকারীরা ধ্বংস হয়ে গেছে। তিনি এ কথা তিনবার বলেছেন।" (al-Baghawī, n.d., Vol. 2, p. 108)

অন্যত্র এ বিষয়ে তিনি আরও বলেন—

> "বিচারের দিন তোমাদের মধ্যে আমার প্রিয়তম এবং অবস্থানে আমার নিকটতম ব্যক্তিদের কিছু সেই লোক হবে, যারা তোমাদের মধ্যে চরিত্রে শ্রেষ্ঠতম। আর তোমাদের মধ্যে আমার নিকট ঘৃণ্যতম এবং অবস্থানে আমার থেকে দূরতম হবে তারা; যারা অনর্থক অত্যধিক আবোল-তাবোল বলে ও বাজে বকে এমন বখাটে লোক; যারা গর্বভরে এবং আলস্যভরে বা কায়দা করে টেনেটেনে কথা বলে।" (al-Mundhirī, 1985/1405, Vol. 2, p. 562)
>
> "সেসব বাকপটু-বাগ্মী লোকদেরকে সৃস্টিকর্তা অবশ্যই ঘৃণা করেন, যারা গরুর জাবর কাটার ন্যায় কথা বলে।" (Abū Dāwūd, n.d., Vol. 4, p. 302)

তাঁর দৃষ্টিতে কবিতা এমন হওয়া উচিত, যা বাস্তবতার প্রতিফলন ঘটায় এবং মানুষের মধ্যে সঠিক জ্ঞান ও ধারণা তৈরি করে। তিনি আরও বলেন—

> "আমি এবং আমার উম্মতের মুত্তাকীগণ কৃত্রিমতা (অতিরঞ্জিত ভান) থেকে মুক্ত।' (al-Ghazālī, n.d., Vol. 9, p. 1560)
>
> "নিশ্চয় কবিতা হল সাজানো কথা; এর মধ্যে যা সত্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, তা উত্তম; আর যা সত্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, তাতে কোনো কল্যাণ নেই।" (Ibn Rashīq al-Qayrawānī, n.d., Vol. 1, p. 9; Dā'irat al-Maʿārif al-Islāmiyyah, n.d., Vol. 15, p. 529)

এই সকল দৃষ্টিভঙ্গি সাহিত্যকে একটি দায়িত্বশীল মাধ্যম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। রাসূলুল্লাহ (সা.) অনেক বিষয়ে অতিরিক্ত কথা বলা, দীর্ঘায়িত করা এবং অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন। কারণ কথা হলো এক ধরনের আমানত ও দায়িত্ব; এটি অত্যন্ত সংবেদনশীল বিষয় এবং গুনাহের কারণও হতে পারে। তিনি (রাসূল সা.) বলেন—

> "আমি তোমাদেরকে অপ্রয়োজনীয় (অতিরিক্ত) কথাবার্তা থেকে সতর্ক করছি। তোমাদের প্রত্যেকের জন্য ততটুকু কথাই যথেষ্ট, যতটুকু তার প্রয়োজন পূরণ করে।" (Ibn Abī al-Dunyā, 1986/1406, p. 61)

অর্থাৎ মানুষের প্রয়োজন পূরণের জন্য যতটুকু কথা প্রয়োজন, ততটুকুই তার জন্য যথেষ্ট। তিনি একথাও স্পষ্ট করেছেন যে, কথারও এক ধরনের লোভ বা প্রবৃত্তি আছে। তাই বক্তার উচিত এই প্রবৃত্তির ব্যাপারে সতর্ক থাকা, যেন সে এতে আক্রান্ত হয়ে অপ্রয়োজনীয় ভাবে কথা বাড়িয়ে না ফেলে। হযরত আনাস বিন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী (সা.) বলেন—

> "তোমরা কম কথা বলো; শয়তান যেন তোমাদের প্রলুব্ধ করতে না পারে। কারণ কথার বাড়াবাড়ি শয়তানের প্ররোচনার ফল।" (al-Hindī, n.d., Vol. 1, p. 293)

সাহিত্য ও ইতিহাসে আমরা দেখি, কথার অতিরঞ্জন, দীর্ঘায়ন এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ কত বিপদের কারণ হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আরব প্রবাদে এসেছে—

> "যার কথা বেশি, তার ভুল বেশি; যার ভুল বেশি, তার গুনাহ বেশি; আর যার গুনাহ বেশি, তার জন্য জাহান্নামই অধিক উপযুক্ত।" (al-Muttaqī al-Hindī, n.d., Vol. 1, p. 293)

রাসূল (সা.) একথাও বলেছেন যে, আল্লাহ তাঁকে সংক্ষিপ্ত অথচ গভীর অর্থবোধক কথা বলার বিশেষ ক্ষমতা দিয়েছেন। তিনি অল্প কথায় অনেক অর্থ প্রকাশ করতেন।

> "আমাকে সংক্ষিপ্ত অথচ ব্যাপক অর্থবোধক কথা প্রদান করা হয়েছে।" (al-Zurqānī, 1981/1401, p. 77)

অন্যদিকে, অপ্রয়োজনীয় দীর্ঘায়ন ও অতিরিক্ত বাগাড়ম্বরকে বালাগাত (অলঙ্কারশাস্ত্র)-এর দৃষ্টিতে দোষ হিসেবে গণ্য করা হয়। কারণ এটি এমন বাড়তি অংশ, যার কোনো প্রয়োজন নেই। তবে কিছু ক্ষেত্রে— যেমন বক্তব্যে গুরুত্ব আরোপ করা বা বিশেষ অবস্থা অনুযায়ী-এটি প্রয়োজন হতে পারে। আরবী বালাগাতের নিয়ম অনুযায়ী প্রতিটি অবস্থার জন্য উপযুক্ত কথা ও ভঙ্গি রয়েছে। এ প্রসঙ্গে বলা হয়—

> "প্রতিটি পরিস্থিতির জন্য উপযুক্ত বক্তব্য আছে, এবং প্রতিটি অবস্থার জন্য উপযুক্ত মানুষও রয়েছে।" (al-Zurqānī, 1981/1401, p. 166)]

নৈতিকতা ও শালীনতার মানদন্ডে উত্তির্ণ : নবী (সা.)-এর কাব্য ভাবনার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল নৈতিকতা। তিনি এমন কবিতাকে সমর্থন করেছেন, যা মানুষের চরিত্র গঠন করে, নৈতিক মূল্যবোধ জাগ্রত করে এবং সমাজে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। অন্যদিকে, অশ্লীলতা, অসংযম এবং অনৈতিক বিষয়বস্তুকে তিনি কঠোরভাবে নিরুৎসাহিত করেছেন। তাঁর এই অবস্থান প্রমাণ করে যে, সাহিত্য কেবল বিনোদনের জন্য নয়, বরং তা নৈতিক শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।

> "তোমাদের কারো পেট পুঁজ (পচা রক্ত) দিয়ে পূর্ণ হওয়া, তার জন্য উত্তম-এর চেয়ে যে তা কবিতায় পূর্ণ হয়ে যায়।" (al-Bukhārī, n.d., Vol. 2, p. 909)

একজন মুসলিমকে উপকারী কথা বলার এবং কুৎসিত ও গুনাহপূর্ণ বাক্য পরিহার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে; এ বিধান কবিতা, গদ্য ও সাধারণ কথাবার্তা— সবক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তবে কবিতা অধিক স্থায়ী ও দ্রুত প্রচারিত হওয়ায় এর দায়িত্ব আরও বেশি। হাদিসে নিন্দিত হয়েছে সেই ব্যক্তি, যার কবিতাচর্চা তাকে কুরআন ও যিকির থেকে বিরত রাখে অথবা যার কবিতায় গালি, নিন্দা, অহংকার ও জাহিলিয়াতের গর্ব প্রকাশ পায়।

উদ্দেশ্যের বিশুদ্ধতা : নবী (সা.) কবিতার উদ্দেশ্যকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করতেন। বিশুদ্ধ সংকল্প বা নিয়্যাত প্রতিটি কাজের গন্তব্য নির্ধারণ করে দেয়। যেমন এ প্রসঙ্গে রাসুল সা. বলেছেন—

> "নিশ্চয়ই সব আমল নিয়তের উপর নির্ভরশীল, এবং প্রত্যেক মানুষ তার নিয়ত অনুযায়ীই ফল পাবে।" (al-Bukhārī, 2006, Vol. 1, p. 56)

তাই একটি কবিতা বাহ্যিকভাবে সুন্দর হলেও, যদি তার উদ্দেশ্য খারাপ হয়, তবে তা গ্রহণযোগ্য নয়। আবার সাধারণ ভাষার একটি কবিতাও যদি ভালো উদ্দেশ্যে রচিত হয়, তবে তা প্রশংসার যোগ্য। যেমন কুৎসা রচনা করা ইসলামে নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও রাসুল (সা.) বদর যুদ্ধের সময় কবি হাসসান বিন সাবিতকে কুরাইশদের বিরুদ্ধে কুৎসা রচনা করতে উৎসাহ প্রদান করেছিলেন। এই নীতির মাধ্যমে তিনি সাহিত্যকে উদ্দেশ্যনির্ভর একটি শিল্পে রূপান্তরিত করেন।

রাসূলের (সা.) সাথে কবি ও কবিতার সম্পর্ক : মহানবী (সা.)-এর জীবনে কবি ও কবিতার সঙ্গে গভীর ইতিবাচক সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায়। তিনি সাহাবি কবিদের উৎসাহিত করতেন এবং সত্যবিরোধী কবিতার জবাবে তাদের কবিতার মাধ্যমে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে উদ্বুদ্ধ করতেন। ফলে কবিতা শুধু সাহিত্যিক শিল্প নয়, বরং সত্য, সুন্দর ও আদর্শ রক্ষার একটি কার্যকর সামাজিক মাধ্যম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। নিচে এই সম্পর্কের কিছু নমুনা উপস্থাপন করা হল—

১. উত্তম কবিতা শুনতে পছন্দ করতেন : মহানবী (সা.) স্বভাবতই সুন্দর ও অর্থবহ কথাকে ভালোবাসতেন। তিনি বহু কবিতা আগ্রহভরে শুনেছেন এবং আরও অধিক শুনতে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। যেমন, শারীদ আছ-ছাকাফী (রা.) থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন, একবার আমি রাসূল (সা.)-এর পেছনে আরোহণ করেছিলাম। পথিমধ্যে রাসূল (সা.) বললেন, 'তোমার কি উমাইয়া ইবন আবিস সালাত-এর কোনো কবিতা জানা আছে?' আমি বললাম, 'হ্যাঁ'। তিনি বললেন, 'আবৃত্তি কর|' আমি একটি কবিতা আবৃত্তি করলে তিনি বললেন, 'আরও শুনাও'। আমি আরেকটি আবৃত্তি করলে আবার বললেন, 'আরও শুনাও'। এভাবে সেদিন আমি একশটি কবিতা আবৃত্তি করলাম।

এক বর্ণনায় এসেছে, ঐ কবিতা শুনে রাসূল (সা.) বলেছিলেন—

> "এই ব্যক্তির জিহ্বা বিশ্বাস স্থাপন করেছে, কিন্তু অন্তর অবিশ্বাস করেছে।" (Jalil, 2004/1425, p. 78)

উমাইয়া ইবন আবিস-সালাত-এর মতো একজন অমুসলিম কবির কবিতা শুনতেও তিনি বিমুখ হননি; বরং আগ্রহ প্রকাশ করেছেন-কারণ ছিল সেই কবিতার বিষয়বস্তু। এ থেকে বোঝা যায়, উত্তম কবিতার প্রতি তাঁর কত গভীর অনুরাগ ও আকর্ষণ ছিল।

মহিলা সাহাবী কবি হযরত খানসা (রা.) ইসলাম গ্রহণের সময় কবিতা আবৃত্তি করলে, রাসূল (সা.) বলেন—

> "আরও শুনাও, হে খুনাস!" (Majallat al-Buḥūth al-ʿIlmiyyah wa al-Turāth al-Islāmī, 1399 AH, p. 126)

হযরত জাবির ইবন সামুরা (রা.) বলেন, 'আমি রাসূল (সা.)-এর সঙ্গে একশ'টিরও অধিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলাম। সেই বৈঠকগুলোতে তাঁর সাহাবীগণ কবিতা আবৃত্তি করতেন। কখনো তাঁরা জাহেলি যুগের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কবিতা পাঠ করতেন এবং ঠাট্টা-রসিকতাও করতেন। তখন রাসূল (সা.) নীরব থাকতেন; আবার কখনো তাঁদের হাসিতে অংশ নিতেন এবং মুচকি হাসতেন।' এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, রাসূল (সা.) বৈঠকে সাহাবায়ে কিরামের আবৃত্তিকৃত অসংখ্য কবিতা মনোযোগ সহকারে শুনতেন এবং তাতে স্বাভাবিক আনন্দও অনুভব করতেন।

২. সাহাবাগণ রাসূল (সা.)-এর সামনে কবিতা আবৃত্তি করতেন : সাহাবায়ে কেরাম (রা.) নবী (সা.)-এর সামনে কবিতা পাঠ করতেন এবং তিনি তা শুনতেন। হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল (সা.) উমরাতুল-কাযার সময় মক্কায় প্রবেশ করেন। আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রা.) তাঁর সামনে সামনে চলছিলেন এবং বলছিলেন— 'বিদ্রোহী গোষ্ঠীকে তাদের পথে ছেড়ে দাও। আজ আমরা তাদেরকে এমনভাবে আঘাত করব যাতে, দলকে তাদের সর্দার ও নেতাকে তার আরাম করার স্থান থেকে দূরে সরিয়ে দেবে এবং বন্ধুকে তার বন্ধু থেকে ভুলিয়ে দেবে।' তখন উমর (রা.) তাকে বললেন, হে ইবন রাওয়াহা! রাসূল (সা.)-এর সামনে এবং আল্লাহর হারাম-এর মধ্যে তুমি কবিতা বলছ? রাসূল (সা.)-তাঁকে বললেন, উমর, থাম। এটা নিশ্চয়ই তাদেরকে তীর নিক্ষেপের চেয়ে দ্রুত বিদ্ধ করবে। (al-Tirmidhī, n.d., Vol. 2, p. 107; al-Zabīdī, 1306/1986, Vol. 1, p. 235)

এক বার তারাফার এ কবিতাটি রাসূল (সা.)-এর সামনে আবৃত্তি করা হল— 'তুমি যে বিষয়ে অজ্ঞ ছিলে, দিনসমূহ অতি সত্বরই তা তোমার কাছে প্রকাশ করে দিবে এবং যাদের কথা তুমি জমা করে রাখনি, তাদের সংবাদ অবশ্যই তোমার কাছে এসে পৌঁছবে।' তখন রাসূল (সা.) বললেন— এটাতো নবুওয়াতের কথা। একদিন রাসূল (সা.) হযরত আয়েশা (রা.) কে যুহায়র ইবন জানাব-এর এই কবিতা আবৃত্তি করতে শুনলেন— 'তোমার দুর্বলকে তুলে নাও, তার দুর্বলতা কোনদিন তোমার মধ্যে প্রবেশ করবেনা যে, তার অপরাধের পরিণাম ফল তুমি ভোগ করবে। সে তোমাকে প্রতিদান দেবে অথবা তোমার প্রশংসা

করবে। কারণ তোমার কর্মের ওপর যে লোক প্রশংসা করে সে যেন প্রতিদান দিল।' তখন রাসূল (সা.) বললেন, আয়েশা! কবি সত্য কথাই বলেছেন। যে মানুষের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেনা সে আল্লাহরও শোকর করেনা। (Ibn Abd Rabbih, n.d., Vol. 3, p. 388)

তুফায়ল ইবন আমর দাওসী রাসূল (সা.)-এর খিদমতে হাজির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং বলেন, আমি একজন কবি, আমার কিছু কবিতা শুনুন। রাসূল (সা.) তাকে তার কবিতা আবৃত্তি করতে বললেন। অতঃপর তিনি একটি দীর্ঘ কবিতা আবৃত্তি করেন এবং রাসূল (সা.) তা ধৈর্য সহকারে শ্রবণ করেন। (Jurjī Zaydān, 1924, Vol. 1, p. 192)

৩. রাসূল (সা.) কবিতা আবৃত্তি করতে উৎসাহ দিতেন : বিভিন্ন ক্ষেত্রে রাসূল (সা.) সাহাবায়ে কিরামকে কবিতা বলতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং এ ব্যাপারে তাদেরকে সর্বতোভাবে সহায়তা করেছেন। কুরায়শ কবিদের ব্যঙ্গাত্মক কবিতার জবাব কবিতার মাধ্যমে প্রদান করার জন্য হাসান ইবন ছাবিত, কাব ইবন মালিক ও আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রা.)-কে সরাসরি নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। আর সেজন্য তাদেরকে বিভিন্নরূপ সহযোগিতাও করেছেন। (Jalil, n.d., p. 84)

অনুরূপভাবে তামীম গোত্রের কবি আয-যিবরকান ইবন বাদর যখন গর্বভরে স্বগোত্রের প্রশংসায় রাসূল (সা.)-এর সামনে কবিতা আবৃত্তি করলেন, তখন রাসূল (সা.) হযরত হাসসান (রা.)-কে তার উত্তরে কবিতা বলতে নির্দেশ দিলেন। হযরত হাসান (রা.) দীর্ঘ কবিতার মাধ্যমে তার উত্তর দিলেন। (Ibn al-Athīr, n.d., Vol. 2, p. 4)

একবার রাসূল (সা.) হযরত আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রা.)-কে বললেন, আবদুল্লাহ, কবিতা কি? আমাকে বল। তিনি উত্তর দিলেন, কবিতা সেই জিনিস, যা আমার অন্তরে উদয় হয় এবং আমার জিহ্বা তা বলে দেয়। রাসূল (সা.) বললেন, তাহলে আমাকে কিছু কবিতা আবৃত্তি করে শুনাও। অতঃপর তিনি কবিতা আবৃত্তি করলেন, যার মধ্যে এ চরণ দুটিও ছিল— আমি আল্লাহর জন্য আপনাকে তিনি যে সুন্দর ব্যবস্থা দিয়েছেন তা গ্রহণ করেছি। আমি ঈসার অনুসরণ করেছিলাম আল্লাহর নির্দেশে এবং তকদীরের লিখন অনুযায়ী। রাসূল (সা.) তখন বললেন, তুমি ঠিকই আল্লাহর জন্য গ্রহণ করেছ। (Ibn ʿAbd Rabbih, n.d., Vol. 3, p. 388)

৪. তিনি কবিদের জন্য দোয়া করতেন : রাসূল (সা.) শুধু যে কবিতা বলতে নির্দেশ দিতেন এবং অনুপ্রাণিত করতেন তাই নয় বরং কবির কবিতা শুনে খুশী হয়ে তাকে কখনো বেহেশতের সুসংবাদ দিয়েছেন, আবার কখনো দোযখের আগুন থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার দুআ করেছেন। যেমন হযরত হাসান (রা.) যখন কুরায়শদের নিন্দাবাদ করে এ চরণটি বলেছিলেন— 'তুমি (আবু সুফইয়ান) মুহাম্মাদ (সা.)-কে ব্যঙ্গ করে কবিতা রচনা করেছ, তাই আমি তার উত্তর দিছি। আল্লাহ কাছে এর পুরস্কার ও বিনিময় রয়েছে। তখন তা শুনে রাসূল (সা.) তাকে বেহেশতের সুসংবাদ দিয়ে বলেছিলেন : 'হাসসান! আল্লাহর নিকট তোমার পুরুস্কার রয়েছে জান্নাত।'

আবার যখন তিনি বলেছিলেন— 'নিশ্চয়ই আমার পিতা, তার পিতা এবং আমার সম্মান তোমাদের থেকে মুহাম্মাদের (সা.) সম্মানের হিফাজতকারী। তখন রাসূল (সা.) বলেছিলেন - আল্লাহ তোমাকে দোযখের আগুন থেকে হেফাজাত করুন।' (Ibn Rashīq al-Qayrawānī, n.d., Vol. 1, p. 28)

আবু লায়লা নাবিগা আল জাদী (রা.) রাসূল (সা.)-এর সামনে কবিতা আবৃত্তি করলেন। তা শুনে রাসূল (সা.) বললেন— 'আল্লাহ তোমার মুখ বিনষ্ট না করুন'। অতঃপর তিনি ১৩০ বছর জীবিত ছিলেন, কিন্তু তাঁর সম্মুখভাগের দাঁত অটুট ছিল। (Ibn ʿAbd Rabbih, n.d., Vol. 3, pp. 391–392)

রাসূল (সা.) হাসান (রা.)-এর জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করতেন : 'হে আল্লাহ! রূহুল কুদুস (জিব্রাঈল আ.)-কে দিয়ে তাকে সাহায্য কর।' (al-Bukhārī, n.d., Vol. 4, p. 112)

৫. কবিদের প্রশংসা করতেন এবং উপহার দিতেন : রাসুল (সা.) সুন্দর ও পছন্দনীয় কবিতা আবৃত্তি করার জন্য সে কবিকে খুশী ও আনন্দের নিদর্শন স্বরূপ কিছু হাদিয়া বা পুরস্কার দিতেন। এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে আনন্দের আতিশয্যে তিনি

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 67
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 615 - 624
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

নিজের গায়ের চাদর পর্যন্ত কবিকে উপহার দিয়েছেন। আব্বাস ইবন মিরদাস (রা.) রাসূল (সা.)-এর প্রশংসায় কবিতা আবৃত্তি করলে তিনি তাঁকে কাপড় দান করেন।

ইসলামের বিজয় ডঙ্কা চতুর্দিকে বেজে উঠলে মু'আলাকার প্রসিদ্ধ কবি যুহায়র ইবন আবী সুলমার পুত্র কা'ব ও বুজায়র ইসলাম সম্পর্কে জানতে রাসূল (সা.)-এর কাছে হাজির হবার জন্য বের হন। কিন্তু ভ্রাতা বুজায়র মদীনায় গিয়ে ইসলাম গ্রহণ করলে কাব ইসলামের বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ করে কবিতা রচনা করেন। ফলে রাসূল (সা.) তার মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করেন। অবশেষে কাব রাসূল-এর দরবারে হাজির হয়ে তওবা করত একটি দীর্ঘ কবিতা শুনান। কবিতা শুনে রাসূল (সা.) এতই খুশী হন যে, তাকে ক্ষমা করে তো দিলেনই, উপরন্তু নিজের গায়ের পবিত্র চারদখানি তাঁকে দিয়ে দিলেন। পরবর্তীকালে এ চাদরটি আমীর মুআবিয়া (রা.) ত্রিশ ('আতাবীর বর্ণনা মতে বিশ) হাজার দিরহাম দিয়ে কিনে নেন। মুসলিম খলীফারা রাজ্যাভিষেকের দিনে বরকতের জন্য চাদরটি পরিধান করতেন। (Ibn ʿAbd Rabbih, n.d., Vol. 3, p. 401; Ibn Rashīq al-Qayrawānī, n.d., Vol. 1, p. 7)

রাসূল (সা.)-এর সামনে কোন এক লোক মু'আল্লাকার কবি 'আনতারার কবিতা আবৃত্তি করেছিল। তিনি তার শৌর্য-বীর্যের কথা শুনে তার প্রশংসা করেছেন এবং তাকে দেখার আকাংখা ব্যক্ত করে বলেছেন— অর্থাৎ, কোন বেদুঈনের বর্ণনা আমার সামনে উপস্থাপন করা হলে আমি তাকে দেখতে আকাঙ্খা করেছি এমনটি শুধু 'আনতারার বেলায় ঘটেছে। (Jalil, n.d., p. 87)

৬. কবিতা শুনে তিনি আবেগতাড়িত হতেন : বেদনাদায়ক কবিতা শুনে রাসূল (সা.)-এর মন বিগলিত হয়ে যেত। তিনি কবিতা আবৃত্তিকারীকে সমবেদনা জ্ঞাপন করতেন এবং সান্তনা দিতেন অথবা কোন প্রতিকার করার থাকলে করতেন। যথা, বানু আবদিদ-দার গোত্রের নাদূর ইবনুল-হারিছকে রাসূল (সা.)-এর নির্দেশে আলী (রা.) বদর প্রান্তর থেকে কিছু দূরে সাফরা (মতান্তরে উছায়ল) নামক স্থানে হত্যা করেন। একবার রাসূল (সা.) তওয়াফ করছিলেন। তখন নাদর-এর ভগ্নী (মতান্তরে কন্যা) কুতায়লা বিনতুল-হারিছ তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে থামানোর জন্য চাদর ধরে টান দিল। ফলে রাসূল (সা.)-এর কাঁধ আলগা হয়ে গেল। কুতায়লা তখন রাসুলের (সা.) সামনে একটি দীর্ঘ কবিতা আবৃত্তি করেন। কবিতাটি শুনে রাসূল (সা.) বললেন, এ কবিতা যদি আমি নাদরকে হত্যার পূর্বে শুনতাম তাহলে কখনো তাকে হত্যা করতাম না। (Ibn Rashīq, n.d., Vol. 1, pp. 30–31; Abū al-Faraj al-Iṣfahānī, 1345/1927, Vol. 1, pp. 18–19; Ibn ʿAbd Rabbih, n.d., Vol. 2, pp. 180–181; Vol. 3, p. 533; Ibn Hishām, n.d., Vol. 2, pp. 386–387; al-Suyūṭī, n.d., p. 175–176)
মক্কা বিজয়ে দিন একটি ঘটনার প্রেক্ষিতে জনৈক ব্যক্তি রাসূল (সা.)-এর সামনে এসে সাহায্য চেয়ে একটি কবিতা আবৃত্তি করলেন। রাসূল (সা.) কবিতাটি শোনার পর আবেগ আপ্লুত হয়ে বললেন, আমি অবশ্যই সাহায্য করব হে আমর ইবন সালিম! অতঃপর আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ শুরু হলে তিনি বললেন, এই মেঘ বানু কাব-এর সাহায্যার্থে বৃষ্টি বর্ষণ করছে। (Ibn ʿAbd Rabbih, n.d., Vol. 3, p. 394; Ibn Hishām, 1987, Vol. 4, pp. 34–35)

৭. তিনি কবিতা শুনতেন এবং সংশোধন করে দিতেন : নবী (সা.) কবিতা শুনে প্রয়োজনে সংশোধনও করতেন। যদি কোনো শব্দ বা ভাব ইসলামী আদর্শের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হতো, তিনি তা সংশোধন করে দিতেন। এর মাধ্যমে তিনি সাহিত্যকে সঠিক পথে পরিচালিত করতেন। হুবায়রা ইব&ন আবী ওয়াহ্বকে লক্ষ্য করে খ্যাতনামা কবি কাব ইবন মালিক (রা.) একটি কবিতা রচনা করেন। কবিতাটির দুটি চরণ ছিল নিম্নরূপ— 'আমাদের সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে প্রতিরোধ করে এমন সব বীর পুরুষ যাদের চকচকে ধনুকগুলো তীর নিক্ষেপ করে'। রাসূল (সা.) এ কবিতা শুনে বললেন, কবিতাটি কি এভাবে সংশোধন করে পড়া যায় না? 'কাব (রা.) উত্তর দিলেন হ্যাঁ!' রাসূল (সা.) বললেন, এভাবে পড়াই সুন্দর। অতঃপর কাব (রা.) কবিতাটিকে রাসুলের সংশোধিত রূপেই পড়তেন। (Ibn Hishām, n.d., Vol. 2, p. 136; Abū al-Faraj al-Iṣfahānī, n.d., Vol. 15, p. 38)

৮. তিনি নিজেও কবিতা আবৃত্তি করতেন : রাসূলুল্লাহ (সা.) বিভিন্ন সময়ে নিজেও কবিতা আবৃত্তি করেছেন। তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে সাহস ও অনুপ্রেরণা জাগাতে, পরিশ্রমের ক্লান্তি ও বেদনা লাঘব করতে, কৌতুক প্রকাশে এবং আল্লাহর কৃতজ্ঞতা জানিয়ে দুআরূপে কবিতা ব্যবহার করেছেন। এতে উত্তম কবি ও কবিতার প্রতি তাঁর ইতিবাচক মনোভাব সুস্পষ্ট হয়। হুনাইনের যুদ্ধে তিনি সাদা খচ্চরে আরোহণ করে বীরত্বের সঙ্গে নেতৃত্ব দিতে দিতে কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন আর বলছিলেন—

> "আমি নবী, এতে বিন্দুমাত্র মিথ্যার অবকাশ নেই। আমি আবদুল-মুত্তালিবের বংশধর।" (al-Bukhārī, n.d., Vol. 2, p. 617)

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল (সা.) খন্দকের নিকট গেলেন। মুহাজির ও আনসারগণ শীতের সকালে খন্দক খনন করছিলেন। এ কাজ করার জন্য তাদের সাথে কোন চাকর ছিল না। রাসূল (সা.) যখন তাদের ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর অবস্থা দেখলেন তখন এ কবিতা আবৃত্তি করলেন— 'হে আল্লাহ! প্রকৃত সুখ শান্তি ও জীবনই হল আখেরাতের শান্তি ও জীবন। তাই আপনি আনসার ও মুহাজিরদের ক্ষমা করুন।'

অতঃপর তাঁরা এর জবাবে বলছিলেন—

> 'আমরা মুহাম্মাদ (সা.)-এর হাতে সংগ্রামের জন্য প্রতিজ্ঞা করেছি যতদিন আমরা জীবিত থাকি।' (al-Bukhārī, n.d., Vol. 2, p. 617)

তখন রাসূল (সা.)-এর জবাবে বলছিলেন—

> "হে আল্লাহ! শেষ বিচারের কল্যাণই একমাত্র কল্যাণ। সুতরাং আপনি আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে বরকত দান করুন।" (al-Bukhārī, n.d., Vol. 2, p. 617-618)

খন্দকের যুদ্ধে পরিখা খননের সময় তিনি একটি কবিতা পাঠ করছিলেন এবং কবিতার মধ্যে (আবাইনা) শব্দটি কোরাস আকারে উচ্চস্বরে বার বার উচারণ করছিলেন। (al-Bukhārī, n.d., Vol. 2, p. 589)

আঘাতপ্রাপ্ত হবার পর সে বেদনা লাঘব করে মনকে হালকা করার জন্য তিনি কবিতা আবৃত্তি করেছেন। হযরত জুনদুব ইবন সুফইয়ান (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা.) কোন এক অভিযানে থাকাকালে তাঁর পায়ে পাথরের আঘাত লেগে অঙ্গুলি ফেটে গিয়ে রক্তাক্ত হয়ে যায়। তখন তিনি এ চরণদ্বয় আবৃত্তি করছিলেন—

> "তুমিতো একটি অঙ্গুলী মাত্র, রক্তাক্ত হয়েছো (তাতে কি হয়েছে)! আল্লাহর রাস্তায়ই তো তুমি এর (আঘাতের) সম্মুখীন হয়েছ।" (al-Bukhārī, n.d., Vol. 2, p. 393)

হযরত সালমান ফারসী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল (সা.) খন্দকের সময় এ চরণগুলি আবৃত্তি করেছিলেন—

> "আল্লাহর নামে, তাঁরই দ্বারা আমরা হিদায়াত পেয়েছি। আমরা যদি তিনি ছাড়া অন্যকারো ইবাদাত করি তবে আমরা পাপী হব| ওহে! রব এবং দীন কতই না সুন্দর!" (Ibn Kathīr, n.d., Vol. 4, p. 96)]

রাসূল (সা.) কৌতুক করেও কখনো কখনো ছন্দোবদ্ধ কবিতা আবৃত্তি করেছেন। হযরত আনাস (রা.)-এর এক ছোট ভাই ছিল। তার নাম ছিল আবু উমায়র। বালক আবু উমায়রের একটি পোষা পাখী ছিল যার নাম ছিল নুগায়র। একবার পাখিটি মারা গেলে আবু উমায়র খুবই বিষণ্ন বদনে দাঁড়িয়ে ছিল। রাসূল (সা.) তার এ বিষন্নতা দূর করার জন্য কৌতক করে ছন্দোবদ্ধভাবে বলেছিলেন— "ওহে আবু উমায়ের! কি করিল নুগায়ের!" (al-Tirmidhī, n.d., Vol. 1, p. 20)

হযরত আয়েশা (রা.)-কে একবার জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, রাসূল (সা.) কি কোন কবির কোন কবিতা আবৃত্তি করতেন? তিনি বলেছিলেন- তিনি (রাসূল সা.) যখন ঘরে ঢুকতেন তখন প্রায়ই আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহার কবিতার এ চরণ আবৃত্তি করতেন—

> "অতিসত্ত্বর কাল তোমার জন্য প্রকাশ করে দিবে, যে বিষয়ে তুমি অজ্ঞ ছিলে এবং যাদের কথা তুমি জমা করে রাখনি, তাদের সংবাদ অবশ্যই তোমার কাছে এসে পৌঁছাবে।" (al-Zabīdī, n.d., Vol. 1, p. 239)]

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 67
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 615 - 624
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

উপসংহার : মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর কাব্যভাবনা ছিল এক অনন্য, ভারসাম্যপূর্ণ এবং নীতিনির্ভর সাহিত্যদর্শন। তিনি কবিতাকে একটি শিল্পরূপ এবং এটিকে মানবচিন্তা, নৈতিকতা ও সামাজিক প্রভাবের একটি শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করেছেন। অন্ধকার যুগের অসংযত ও বিভ্রান্তিকর কাব্যপ্রবণতার বিপরীতে মহানবী (সা.) - সত্য, সংযম, নৈতিকতা ও কল্যাণের ভিত্তিতে কবিতাকে মূল্যায়ন করেছেন। তাঁর দৃষ্টিতে কবিতার গ্রহণযোগ্যতা নির্ভর করে এর বিষয়বস্তু, উদ্দেশ্য ও প্রভাবের ওপর। যে কবিতা সত্য, নৈতিকতা, ও কল্যাণবোধ জাগ্রত করে, তা প্রশংসনীয়; আর মিথ্যা, অহংকার, অশ্লীলতা ও বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী কবিতা নিন্দনীয়। তিনি উত্তম কবিতা শুনেছেন, কবিদের উৎসাহিত করেছেন, সত্যনিষ্ঠ কবিতাকে সমর্থন ও প্রয়োজনে সংশোধন করেছেন। অতএব, তাঁর কাব্যভাবনা সাহিত্যকে নৈতিকতা, সত্য ও মানবকল্যাণের পথে পরিচালনার এক চিরন্তন নির্দেশনা। বর্তমান যুগেও এ নীতিমালা অনুসরণ করলে কবিতা সমাজ গঠন, চরিত্র উন্নয়ন ও সত্য প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

Bibliography:

Al-Qurʾān al-Karīm.
Abū Dāwūd, S. ibn al-A. al-Sijistānī. (n.d.). *Al-Sunan* (Vol. 2). Delhi, India: Kutubkhanah Rahīmiyyah.
Abū Dāwūd, S. ibn al-A. al-Sijistānī. (n.d.). *Al-Sunan* (Vol. 4). Beirut, Lebanon: Dār al-Kitāb al-ʿArabī.
Al-Baghawī, A. M. al-Ḥ. ibn M. al-Farrāʾ. (n.d.). *Maṣābīḥ al-Sunnah* (Vol. 2). Beirut, Lebanon: Dār al-Qalam.
Al-Bukhārī, M. ibn I. Abū ʿAbd Allāh. (n.d.). *Al-Jāmiʿ al-Ṣaḥīḥ* (Vol. 2). Delhi, India: Kutubkhanah Rahīmiyyah.
Al-Bukhārī, M. ibn I. Abū ʿAbd Allāh. (2006). *Al-Jāmiʿ al-Ṣaḥīḥ* (Vol. 1). Dhaka, Bangladesh: Islamic Foundation Bangladesh.
Al-Dhahabī, M. ibn A. S. (1986). *Siyar Aʿlām al-Nubalāʾ* (4th ed., Vol. 1). Beirut, Lebanon: Muʾassasat al-Risālah.
Al-Ghazālī, M. ibn M. Abū Ḥāmid. (n.d.). *Iḥyāʾ ʿUlūm al-Dīn* (Vol. 9). Cairo, Egypt: Dār al-Shaʿb.
Al-Hindī, A. al-D. ʿA. ibn Ḥ. (n.d.). *Kanz al-ʿUmmāl* (Vol. 1). Cairo, Egypt: Dār al-Maktab al-Islāmī.
Al-Isfahānī, A. al-F. ʿA. ibn al-Ḥ. (1927). *Kitāb al-Aghānī* (1st ed., Vol. 1). Cairo, Egypt: Maṭbaʿat al-Taqaddum.
Al-Khaṭīb al-Tabrīzī, W. al-D. M. ibn ʿA. (n.d.). *Mishkāt al-Maṣābīḥ* (Vol. 2). Calcutta, India: Bashir & Sons.
Al-Mundhirī, A. M. ʿA. ibn ʿA. (1985). *Al-Targhīb wa al-Tarhīb* (Vol. 2). Doha, Qatar: Iḥyāʾ al-Turāth al-Islāmī.
Al-Sibāʿī al-Bayyūmī, M. (n.d.). *Tārīkh al-Adab al-ʿArabī.*
Al-Tirmidhī, M. ibn ʿĪ. Abū ʿĪsā. (n.d.). *Al-Jāmiʿ al-Ṣaḥīḥ* (Vols. 1–2). Delhi & Deoband, India: Kutubkhanah Rahīmiyyah.
Al-Zarqānī, M. ʿA. al-B. (1981). *Mukhtaṣar al-Maqāṣid al-Ḥasanah*. Riyadh, Saudi Arabia: Maktabat al-Tarbiyah al-ʿArabiyyah.
Al-Zayyāt, A. Ḥ. (2006). *Tārīkh al-Adab al-ʿArabī*. Beirut, Lebanon: Dār al-Maʿārif.
Al-Nahrawānī, A. ibn Zakariyyā. (n.d.). Al-Jalīs al-Ṣāliḥ wa-al-Anīs al-Nāṣiḥ (Vol. 1). (Majlis 12, p. 84).
Daʾirat al-Maʿārif al-Islāmiyyah. (1975). *Daʾirat al-Maʿārif al-Islāmiyyah* (Vol. 15). Lahore, Pakistan.
Fahmī, J. Z. ʿA. (1324 A.H.). *Ḥusn al-Ṣaḥābah* (Vol. 1). Cairo, Egypt: Dār al-Turāth.
Ibn Abī al-Dunyā, ʿA. ibn M. (1986). *Al-Ṣamt wa Ḥifẓ al-Lisān*. Cairo, Egypt: Dār al-Iʿtiṣām.
Ibn ʿAbd Rabbih, A. M. A. al-Andalusī. (1953). *Al-ʿIqd al-Farīd* (Vol. 3). Cairo, Egypt: Dār al-Maʿārif.
Ibn al-Athīr al-Jazarī, ʿA. al-D. ʿA. ibn M. (1972). *Usd al-Ghābah fī Maʿrifat al-Ṣaḥābah* (Vol. 11). Cairo, Egypt: Dār al-Bayān.
Ibn al-Athīr al-Jazarī, ʿA. al-D. ʿA. ibn M. (n.d.). *Usd al-Ghābah fī Maʿrifat al-Ṣaḥābah* (Vol. 2). Beirut, Lebanon: Dār al-Kitāb al-ʿArabī.
Ibn Hishām, A. M. ʿA. al-Maʿāfirī. (1987). *Al-Sīrah al-Nabawiyyah* (Vol. 4). Cairo, Egypt: Dār al-Maʿārif.
Ibn Hishām, A. M. ʿA. al-Maʿāfirī. (n.d.). *Al-Sīrah al-Nabawiyyah* (Vol. 2). Cairo, Egypt: Dār al-Maʿārif.
Ibn Kathīr, I. ibn ʿU. al-Dimashqī. (n.d.). *Al-Bidāyah wa al-Nihāyah* (Vol. 4).
Ibn Rashīq al-Qayrawānī, A. ʿA. al-Ḥ. (n.d.). *Kitāb al-ʿUmdah* (Vol. 1).

Jalil, A. (2004). *Kobi o kobita samparke Rasul (SAW) o Sahabider monobhav*. Dhaka, Bangladesh: Islamic Foundation Bangladesh.

Majallat al-Baḥth al-ʿIlmī wa al-Turāth al-Islāmī. (1399 A.H.). *Majallat al-Baḥth al-ʿIlmī wa al-Turāth al-Islāmī* (Issue 2).

Muslim, M. ibn al-Ḥ. al-Qushayrī al-Naysābūrī. (n.d.). *Al-Ṣaḥīḥ* (Vol. 2). Delhi, India: Kutubkhanah Rahīmiyyah.

Zaydān, J. (1924). *Tārīkh Ādāb al-Lughah al-ʿArabiyyah* (Vol. 1). Cairo, Egypt: Maktabat al-Hilāl.

Zaydān, J. (1924). *Tārīkh Ādāb al-Lughah al-ʿArabiyyah* (2nd ed., Vol. 1). Cairo, Egypt: Maṭbaʿat al-Hilāl.